চুনতি ডট কম ঃ তথ্য প্রযুক্তির গ্রামে পদার্পণে একটি মাইলস্টোনের অতিক্রমণ

কস্‌শাফুল হক শেহ্‌জাদ

২২ শে ডিসেম্বর ২০০৭ , সন্ধ্যা ৭ টা।

স্থান - চুনতি মুন্সেফ বাজারস্থ আনজুমান-ই-নওজোয়ান ক্লাবের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। শীতের হিমেল আমেজে আনুমানিক শ পাঁচেক চুনতিবাসী – কেউ চেয়ারে, কেউ বেঞ্চে বসে, অধিকাংশই দাঁড়িয়ে। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে চুনতিবাসী। আয়োজকদের আয়োজনে কিছুটা ঘাটতি ছিল পবিত্র ঈদুল আজহার ব্যস্ততার কারণে। অথচ সমাবেশের উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব। অনুষ্ঠানটি ছিল বাংলাদেশের একমাত্র গ্রামভিত্তিক ওয়েবসাইট চুনতি ডট কম- এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ।

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। এই যুগে থেমে থাকা বা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া মানে অন্যদের চেয়ে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়া। তথ্য প্রযুক্তি এবং চুনতি – এই দু'য়ের সমন্বয় ঘটানোর চিন্তা মাথায় এলো কিছু তরুণের শুরু করে দিল তারা ওয়েবসাইট নির্মাণ কাজ । সব সৃষ্টিশীল নির্মাণের ক্ষেত্রে যা হয় – পদে পদে তারা বুঝতে পারলো কি কষ্টকর কাজ তারা করতে যাচ্ছে। একেতো যথাযথ তথ্যানুসন্ধান – তার উপর আবার চুনতি গ্রাম বলে কথা। চুনতি গ্রামটি এতো বেশি ইতিহাসসমৃদ্ধ, এতো বেশি জ্ঞানী-গুণী মানুষের আবাসস্থল – যা যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা রীতিমতো দুরূহ একটি ব্যাপার। কিন্তু, উদ্যোক্তাদের একাগ্রতা এবং পাশাপাশি কিছু ব্যক্তির উৎসাহ ও সহযোগিতা তাদেরকে এই দুরূহ পথে যাত্রার সূচনা করতে মোটেই বিচলিত করেনি। আস্তে আস্তে একটু একটু করে গড়ে উঠতে লাগলো ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট চুনতি ডট কম।

আমার এখন আর মনে নেই, ঠিক কার কাছ থেকে প্রথম শুনেছিলাম এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা। তারিখটা সম্ভবতঃ ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একদিন। আমি তখন সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষে চুনতি গ্রামে। যেদিন ওয়েব অ্যাড্রেসটা শুনেছিলাম ঠিক তার পরের দিন আমি চট্টগ্রাম শহরে আসি এবং নিতান্তই কৌতূহল বশতঃ ওয়েব সাইটটিতে ঢুকি। রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়ি তাদের এতো বেশি অগ্রগতি দেখে। আমার ধারণা ছিল না এত কম সময়ে ওরা এতো দূর এগোবে। প্রথমদিককার সময়ে সাইটটির ভিউয়ার (দর্শক) ও ইউজার (ব্যবহারকারী)- এর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে চেষ্টা করতে থাকলাম দর্শক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। প্রতিদিন আমি ন্যূনতম ৫ থেকে ১০ জনকে এস এম এস- এর মাধ্যমে ওয়েব সাইটটি ব্রাউজ করার আমন্ত্রণ জানাতাম। যাদেরকে জানাতাম তারা পুনরায় জানাত তাদের অন্যান্য পরিচিত ও স্বজনকে। এভাবেই আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল দর্শক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা। আজ (৩১.১২.২০০৭ইং) পর্যন্ত মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯,০০০ জন , গড়ে যা দৈনিক তিন শয়ের কাছাকাছি। প্রথমদিকে যা ছিল গড়ে দৈনিক ১৫/২০ জনের মতো।

বিপুল সংখ্যক দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে চুনতি ডট কম ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন জনাব কাজী বশির আহমদ

দর্শনার্থী ও ব্যবহারকারীদের আগ্রহ, পরামর্শ, ভালবাসা মডারেটরদের আরো উৎসাহিত করলো – তাদের সরাসরি অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতায় বাড়তে থাকলো ওয়েবসাইটটির তথ্য সমৃদ্ধি, পৃষ্ঠা, লিংকেজ ইত্যাদি। তাদের এই সৃষ্টির কথা, এই ভালবাসার কথা চুনতিবাসী জানবে একদিন। ২০০৭ সালের ঈদুল ফিতরে ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার ইচ্ছা থাকা সত্বেও নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ওয়েবসাইটটি নিয়ে মডারেটরকে সার্বণিকভাবে যারা সহযোগিতা করে যাচ্ছিল তাদেরই একজন আশেকের মাধ্যমে লতিফ ও শরীফের এই আগ্রহের কথা আমি জানতে পেরে ছাইফুল হুদা ছিদ্দিকী ও জাহেদুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করে ঈদুল আজহা - তে আমরা স্বল্প আয়োজনে ওয়েবসাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করি।

চুনতি ডট কম ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বিপুল সংখ্যক দর্শকের একাংশ।

চুনতি ডট কম - এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব কাজী বশির আহমদ। উদ্বোধনের প্রাক্কালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কাজী বশির আহমদ বলেন, চুনতি ডট কম চুনতিবাসীর একটি সম্পদ। সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা ও চেষ্টা দিয়ে এই ওয়েবসাইট আরো বেশি সমৃদ্ধ করতে পারলে তবেই এই সাইটটির নির্মাণ সার্থক হবে। তিনি সাইটের মডারেটরের আশু রোগমুক্তির জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন ।

বিশাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত ওয়েবসাইটের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে উপস্থিত জনসাধারণকে বিস্তারিত বর্ণনা দেন আছিমউল্লাহ নাবিল। সার্বণিকভাবে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দিয়েছেন আশেকুর রহমান, গালিব আল মাহদী, রফিক ও রকিব প্রমুখ।

সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে উপস্থিত সর্বস্তরের জনগণকে অনলাইনের সাহায্যে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ধন্যবাদ জানান মডারেটর । এ সময় উপস্থিত শ্রোতাগণ আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে এবং অনেকেই তথ্য প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখে আনন্দিত হন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কস্‌শাফুল হক শেহ্‌জাদ।

ফটোগ্রাফার : এম রহমান সিদ্দিকী তোয়াফ ও রাকিব